স্তনে চাকা মানেই স্তন ক্যান্সার নয়

প্রফেসর ডা. আনিসুর রহমান

জেনারেল সার্জনরা প্রায়শই নারীদের স্তনে চাকা হওয়া বা ফুলে যাওয়াজনিত সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। এই সমস্যায় আক্রান্ত নারী রোগীরা তাই সঙ্গত কারণেই সার্জিক্যাল বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এই সমস্যায় আক্রান্ত নারীদের প্রথম জিজ্ঞাসাই থাকে যে, এটা ক্যান্সার কি না? স্তন ফুলে যাওয়া বা স্তনে যে কোনো চাকাকে অনেকেই স্তন ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করে থাকে। প্রকৃত তথ্য হলো সাধারণত শতকরা ২০ ভাগ স্তন টিউমার পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে।

অল্প বয়সী তরুণীদের স্তন স্ফীত হয়ে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করলে তাকে ফাইব্রোএডেনোমা বলে। এটি সাধারণত মসৃণ, গোলাকার এবং ব্যথাহীন হয়ে থাকে। চামড়ার সাথে আঁটানো থাকে না বিধায় এই চাকাগুলো নড়াচড়া করানো যায়। অনেক সময় এ ধরনের পিণ্ডের উপস্থিতি একাধিকও হতে পারে। ধীরে ধীরে এর আকার বাড়তে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ হতে থাকে। গর্ভাবস্থায় ফাইব্রোএডেনোমা হলো গর্ভকালীন সময়ে এর আকৃতি বাড়তে পারে, তবে সন্তান প্রসবের পর এটি পূর্বের আকৃতিতে ফিরে আসে। সাধারণত সার্জারি বা শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে ফাইব্রোএডেনোমা অপসারণ করা হয়। এই অপারেশনে খুব অল্প মাত্রার জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের অস্ত্রোপচারে স্তনের চাকা এমন সূক্ষ্মভাবে কেটে ফেলা হয় যে পরবর্তী সময়ে অপারেশনের ক্ষতচিহ্ন বোঝাই যায় না। কাটা অংশের পরিমাণ বেশি হলে এটাকে এমন সুবিধাজনক স্থানে করা হয়, যাতে ক্ষত জায়গাটি কাপড়ের আড়ালে থাকে এবং দেখা না যায়।

এছাড়া অনেক সময় নারীর রক্তে কোনো কারণে হরমোনের মাত্রাধিক্য দেখা দিলে ব্রেস্ট লাম্প বা স্তনে ক্ষুদ্র চাকা দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্তনে চাকার সংখ্যা সাধারণত একাধিক ও বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। যদিও রোগীরা সাধারণত একটি স্তনের বিষয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় স্তনই আক্রান্ত হয়। চাকার আকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩-৪ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ সময় স্তনে একটুতেই ব্যথা অনুভূত হয় ও ঋতুস্রাবকালীন বা তার কাছাকাছি সময়ে ব্যথার তীব্রতা বেশি হয়ে থাকে।

ব্যথা ধীরে ধীরে বাহু বা পশ্চাৎভাগে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তীব্রতার মাত্রাও অনেক সময় এরকম হয় যে, তা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বেশিরভাগ রোগীই ব্যথার কারণে এ সময় সার্জনের শরণাপন্ন হন, স্তন ফুলে যাওয়া বা স্তনে চাকা সৃষ্টির কারণে নয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় স্তনের বোঁটা দিয়ে আঁঠালো রস বের হতে পারে।

এছাড়াও ফাইব্রোএডেনোসিস রোগ সাধারণত নারীর প্রজনন বয়সে হয়ে থাকে। এটা নিজে নিজেই অনেক সময় ভালো হয়ে যায়। সাধারণত প্রথম গর্ভাবস্থার পরে এ রোগ দেখা যায় না। এ রোগে আক্রান্ত রোগীরা স্বল্পমাত্রার ব্যথানাশক ওষুধ সেবনের মাধ্যমে উপশম পেতে পারেন। এছাড়া রোগের মাত্রা তীব্র হলে হরমোন থেরাপির মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ব্যথাযুক্ত চাকা অপারেশন করা হয়। ফাইব্রোএডেনোমা অপসারণের সময় অতি সামান্য ক্ষতচিহ্ন থাকে, এমন কসমেটিক স্টাইলে চাকা অপসারণ করা হয়।

রোগীর স্তনে নিয়মিত ব্যবধানে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক অস্ত্রোপচারও প্রয়োজন হতে পারে।

স্তনে চাকার সৃষ্টি হলে আক্রান্ত নারীর এ রোগের ঝুঁকিগুলো নিয়ে সচেতন হওয়া উচিত। ঝুঁকিগুলোর মধ্যে বয়স, সময়ের আগে বা পরে ঋতুস্রাব, প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত হলে, অস্বাভাবিক মোটা, হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শতকরা ৬৬ ভাগ স্তন ক্যান্সার আক্রান্ত নারীদের বয়স পঞ্চাশ বছরের উর্ধ্বে এবং এর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগের বয়স কমপক্ষে চল্লিশ বছর হয়ে থাকে।

নিকটাত্মীয় যেমন মা বা বোনের যদি স্তন ক্যান্সার থেকে থাকে তবে ওই নারীর স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি ২ থেকে ৪ গুণ বেড়ে যায়।

দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হলে স্তন ক্যান্সারের কার্যকর চিকিৎসা করা সহজতর হয়। অধিকাংশ স্তন ক্যান্সার রোগীরা নিজেরাই শনাক্ত করতে পারে। তাই স্তন ক্যান্সার শনাক্তকরণে রোগী কর্তৃক নিজের স্তনে অস্বাভাবিক চাকার অবস্থান নিজেই নিয়মিত পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক : কো-অর্ডিনেটর অ্যান্ড সিনিয়র কনসালট্যান্ট, জেনারেল অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি বিভাগ, এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা

এ্যাপোলো জেনারেল এন্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি

সকল সার্জিক্যাল সমস্যার সমন্বিত সমাধান

◆বক্ষ, পাকস্থলী, অন্ত্র, প্লীহা এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার অপারেশনসহ সকল ধরনের সার্জারি ◆ আগ্নেয়াস্ত্র বা ধারালো অস্ত্র দ্বারা বুকে বা পেটে আঘাত প্রাপ্ত রোগীদের জন্য রয়েছে তাৎক্ষণিক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ◆এ্যাপেনডিক্স, হার্ণিয়া, হাইড্রোসিল, পিত্তথলী ও পিত্তনালীর সার্জারিসহ অন্যান্য সার্জারির ক্ষেত্রে রয়েছে স্বল্প সময়ে পেট না কেটে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির সুবিধা ◆লংগো মেথডে স্ট্যাপলার এর সাহায্যে পাইলস অপারেশন সহ ফিস্টুলা, ফিশার ও পায়ুপথের অপারেশন এবং সকল কোলোরেক্টাল সার্জারি করা হয় ◆অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার এবং ইনফেকশন ঝুঁকিমুক্ত অপারেশন পরবর্তী সেবা

ইমার্জেন্সি হটলাইন:১০৬৭৮, এ্যাপয়েন্টমেন্ট:(০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৮৪১ APOLLO, ০১৭২৯ APOLLO ০১১৯৫ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO,০১৯৭১ APOLLO, APOLLO সমার্থক সংখ্যা:২৭৬৫৫৬

Organization Accredited by Joint Commission International

stsgroup Apollo Hospitals DHAKA touching lives